এদের বাঁচতে দিন

http://www.dailynayadiganta.com/fullnews.asp?News_ID=7041&sec=6

বর্তমান ডঃ ফখরুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওয়ামিলীগ-বিএনপির এ পর্যন্ত কিছু শীর্ষ নেতাদের দূর্নীতি, সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন অপরাধের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে দেশের বেশীর ভাগ জনগণের বাহাবা কুড়ালেও অবৈধ উচেছদের নাম করে দরিদ্র-অসহায় হকার, ফেরিওয়ালাদের এবং বস্তীবাসীদের কে পাইকারী হারে উঠিয়ে দেওয়াটা কে দেশের জনগণ মেনে নেয় নি। এই দেশের বেশীর ভাগ মানুষই কোনমতে চলে যাকে বলা যায় Hand to mouth । ঢাকা শহড় সহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহড়ে হকার, ফেরিওয়ালা, ফুটপাত ব্যাবসায়ীগণ বেঁচে থাকার তাগিদে আর্থিক উপার্জনের জন্য বহুবিধ কর্মকান্ড করে থাকে। নিজের সহ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমন কি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত পিতামাতা, বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্ত বোন বা কন্যাদের ভরণ পোষণের জন্য দৈনিক ১৫-১৮ ঘন্টা সময় ব্যায় করে। এই সকল হকার ফেরিওয়ালাদের অনেকেই নারী। হয়তো গ্রামে কেউ বর্গাচাষী, কামলা, দিনমজুর ছিল, কেউবা নদী ভাঙন, মহাজনী সুদ, পরিবারের অভাব অনটনের মুক্তির জন্যই ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য জেলা শহড়ের রাজপথ বা রাস্তায় তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু অসৎ হকার থাকলেও বেশীর ভাগই ভাল। যেখানে অসৎ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যাবসায়ী, প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ সীমাহীন দূর্নীতি ও অসততার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার দূর্নীতি করে সেখানে আমি অসহায় হকারদের কে পুরো দোষ দিতে পারি না। তবে ভোটের কারণেই হৌক বা অন্যকোন কারণে আলীগ বা বিএনপি কেউই পাইকারী হারে হকারদের উচেছদ করে নাই। তবে এই দুইটি রাজনৈতিক দল সত্যিকারের দরদী হলে হকারদের কে মাস্তান, পুলিশ উভয়ের চাঁদাবাজী হতে রক্ষা করত। অবশ্য RAB গঠনের পর এই সকল হকার গণ মাস্তানদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও পুলিশের চাঁদাবাজী যথারীতি চলে। অনেক হকারের অভিযোগ মাস্তান নির্দিষ্ট চাঁদার অংক অনেক সময় কম দিলেও পুলিশ কে ১ টাকাও কম দেওয়া যেত না। কিছু কম দিতে গেলেই পুলিশ হকারদের উচেছদ নির্যাতন সহ তাদের ব্যাবসায়ের মালামাল পর্যন্ত আইনের দোহাই দিয়ে লুট করত। লুট এ জন্যেই বললাম যে রাষ্ট্রীয় কোষাগাড়ে এর কোন হিসাবে যেত না, হয় সংশ্লিষ্ট পুলিশগণ নিজেরা নিত অথবা অন্য কারো কাছে সেগুলো বিক্রি করে দিত। তারপরেও রোদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, পুলিশের চাঁদাবাজি, পরিবারের চিন্তার হাজারো বোঝা নিয়ে এ সমস্ত অসহায় হকারগণ যাদের সিংহভাগই কোন মতে জীবন যাপন করে আসছিল, যা বর্তমান ডঃ ফখরুদ্দিনের সরকার অত্যন্ত নির্দয় ভাবে এ সমস্ত দরিদ্র অসহায় হকারদের বলপূর্বক উচেছদ করে তাদের কে অসহায়, নিদারুণ দূর্ভোগ এবং অনিশ্চিতায়র মুখে ঠেলে দিয়েছেন। যদি তারা একেবারেই যান চলাচল, মানুষের যাতায়াত কে জ্যাম বা কনজাষ্টেড করে ফেলে তবে সেক্ষেত্রে তাদের কে কিছূ ক্ষেত্র বিশেষ এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমি ঢাকা, চট্টগ্রামে যা দেখেছি যে প্রায় ৮০-৯০% হকার, মানুষ বা যান চলাচলে তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদি প্রশ্ন উঠে যে তারা সরকারী জায়গা দখল করে তো সরকার কার জন্য? দেশের দরিদ্র মানুষই যদি অশান্তিতে, অসহায় ও অনিশ্চিত জীবন কাটায় তো সেই সরকার-প্রশাসনের কোনই প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের সকল দরিদ্র, অসহায়, কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত জনগণই এ দেশের মূল স্তম্ভ। এদের কে কষ্টে রেখে একটা রাষ্ট্র কখনই পুরোপুরি সফল সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। ৫৬০০০ বর্গমাইলের এই দেশে ১৫ কোটি লোক পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চল। যার কারণে এখানকার মানুষের সম্পদের পর্যাপ্ততা, ব্যাবহার ও সুযোগ সীমিত। জন সম্পদ বা ম্যানপাওয়ারই দেশের অর্থনীতির মূল ভরসা। আমাদের বাংলাদেশের এক সময় ৮০% মানুষ কৃষি নির্ভর বলা হলেও বিগত ১৫-২০ বছরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচেছ। কাজেই কৃষির বাইরে অন্য কর্মে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করছে। দারিদ্রতার জন্য বেশীর ভাগেরই উচচ শিক্ষা (গ্রাজুয়েশন) তো দূরে থাক ৮ম শ্রেণীই যেতে পারে না। আর যারা ন্যূনতম গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে তাদের সরকারী বাদ দিলেও বেসরকারী চাকুরীও জুটে না। সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী বাদ দিলেও স্ব-উদ্যোগে কোন

উৎপাদনমুখী, দোকানদারী বা অন্যকোন ছোট খাট ব্যাবসা করাটাও সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ এ জন্য চাই নিজস্ব জায়গা বা যথেষ্ট পুজি। ফলে আমাদের দেশের মানুষের বড় একটা অংশ মানুষ দিনমুজুর-কামলা ও এ সমস্ত ভাসমান হকার ও ফেরিওয়ালার পেশায় নিয়োজিত। বস্তিতে গার্মেন্টস শ্রমিক, সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারী পিয়ন সহ বিভিন্ন পেশার (সীমিত আয়ের) মানুষ মোটামুটি ভাবে কম খরচে আবাসনের সুযোগ বা কম ভাড়ায় বসবাসের সুযোগ পান। কারণ সকলের পক্ষে দালানের বাসা ভাড়ার সামর্থ্য নেই। এদের অনেক কে উচেছদের নামে শোচনীয় অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর হলিডে সিষ্টেমও হকারদের জন্য সামান্যই উপকার হচেছ। একজন হকার পুরুষ কিংবা মহিলা চায় না যে তার সন্তানেরা তাদের পেশায় আসুক, বরং লেখা পড়ে করে বা আরও ভাল পেশা যা তাদের মতন ভাসমান ব্যাবস্থা নয় সে ধরণের আদর্শ পেশায় জড়িত হয়। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নির্মম। অতীতের সকল হকারের সন্তান কিন্তু উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভাল চাকুরী করা বা স্থায়ী কোন ব্যাবসায় ঢুকতে পারে নি। জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যাতায়াত, চিকিৎসা খরচ সহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট ব্যায় দিন দিন কেবলই বেড়েছে সে তুলনায় আয় বাড়েনি। ফলে অধিকাংশেরই দিন আনে দিন খাওয়া দিয়েই চলতে হয়েছে এবং তাতে নিজস্ব সঞ্চয় খুবই কম বা যৎসামান্য। অনেকেই বিনা চিকিৎসা ও অল্প চিকিৎসায় মারা গেছে এবং ধুকে ধুকে মরছে। হার্ট-ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, কিডনী, লিভার সহ বহুবিধ রোগের চিকিৎসার জন্য একজন রোগীর দৈনিক গড়ে ১৫-৫০ টাকা প্রয়োজন। তো তাদের যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে তারা নিজেদের বা বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসা কিভাবে করবে। তাই তো দেখি অনেক হকার, গার্মেন্টস শ্রমিক সহ নিম্ন আয়ের মানুষের বৃদ্ধ পিতা-মতা ভিক্ষা করেন। আল্লাহ্‌তালা আমাদের এ জন্য ক্ষমা করেন। রাজনৈতিক সরকার সহ আমলা, ব্যাবসায়ী, প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গের দূর্নীতি ও অনিয়ম এর জন্য সবচেয়ে বেশী দ্বায়ী। তারপরও খালেদা, হাসিনা ও এরশাদ এরা কখনই এ সকল অসহায় মানুষের উপার্জনের রাস্তায় তথা পেটে লাথি মারে নি। কিন্তু ডঃ ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার অমন অমানবিক হবেন তা ভাবতেই পারিনি। প্রমাণ উপরের দৈনিক নয়াদিগন্তের ওয়েব লিংকের সংবাদ টি। নাটোর গুরুদাসপুর এলাকার ৬৫ বছর বয়স্ক বিমল কুমার কুন্ড জীবনের শেষ ভাগে এসে ভাবতেও পারেন নি যে তার দীর্ঘ দিনের একমাত্র উপার্জনের অবলম্বন মুদি দোকানটি কে অত্যন্ত নির্দয় ভাবে স্থানীয় প্রশাসন তারই চোখের সামনে গুড়িয়ে দিবে। বেচারা এই ঘটনা চাক্ষুস করে সইতে পারেন নি ঐ সময়ই তার হার্ট এ্যাটাক হয়ে রাত্রে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার এই করূণ মৃত্যুর জন্য দ্বায়ী হচেছন ডঃ ফখরুদ্দিন ও তার সরকার-প্রশাসন। আমরা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ত্রাহি-ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দেই। অথচ আমাদেরে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদেরা এ দেশের স্বাধীনতা সহ এই সকল দরিদ্র, অসহায় মানুষের জন্যই ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। এই দেশের ১০% ধনী, প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ একদিকে আরাম আয়েশে দিন গুজার করবেন এবং অন্যদিকে দেশের ৯০% লোক দূর্ভোগ পোহাবে বা ধুকবে সে জন্য তারা বাংলাদেশ কে স্বাধীন করেন নি। দেশের সিংহভাগ মানুষের কষ্ট বিরাজ করা মানেই লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণত্যাগ ম্লান হয়ে যাওয়া। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্ববর্তী সরকার সমূহের নেতা, আমলা, ব্যাবসায়ীদের বিচার করার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ যা এই সমস্ত হকার উচেছদ তার চেয়েও অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক কাজ। ইতিমধ্যে নাজমুল হুদা, নাসিম সাহেবেদের পক্ষে তাদের পরিবার আদালতে রিট আবেদন করে ফেলেছে এবং যথারীতি তত্ত্বাধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রুলও জাড়ি হয়েছে। কিন্তু উচেছদকৃত হকারদের ও বস্তিবাসীর পক্ষে কে আছে? অতীতে ডঃ কামাল এই সকল ছিন্নমূল হকার সহ বস্তিবাসীদের পক্ষে রিট করেন এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের রোশানলে পতিত হন। কিন্তু বর্তমান ২০০৭ এ লেখা পর্যন্ত তিনি কোন উদ্যোগ নেন নি। আর আমাদের শান্তির জন্য নোবেল বিজয়ী ডঃ ইউনুস সাহেবও এ সকল অসহায় মানুষের পক্ষে কিছুই বলছেন না। মনে হয় ডঃ ফখরুদ্দিন সাহেব বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক আমলা হওয়ার সুবাদে তার ভিতর এই সমস্ত দরিদ্র মানুষের জন্য কোন প্রকার দয়ামায়াই নেই। থাকলে তিনি তাদের যথাযথ বিকল্প ব্যাবস্থা না করে অবৈধ উচেছদের নামে নির্দয় অভিযান চালাতেন না। এই বাংলাদেশে ঐ সমস্ত অসহায় মানুষের সৎ ও কষ্টের জীবিকা নির্বাহ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার কারোই নেই। কারণ তারই দেশের প্রকৃত অধিকর্তা। তাদের বেশীর ভাগ ভোটেই হয় আলীগ না হয় বিএনপি

সরকারে আসে। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া তারা কেউই জোড়াল ভাবে ডঃ ফখরুদ্দিনের কাছে দ্বাবী করছেন না। প্রিয় দেশ ও বিদেশের পাঠক আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন এই সকল ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষ কে যথাযথ বিকল্প আয়ের ব্যাবস্থা করা ছাড়া যেন নতুন কোন উচেছদ না চালানো হয় সে জন্য আমরা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আবেদন করি। আমি নিশ্চিত যে প্রিয় পাঠকগণ আমার সাথে একমত, এ সকল দরিদ্র ও অসহায় মানুষ যেন সীমাহীন দূর্ভোগ যা তাদের কর্মসংস্থান কে বলপূর্বক বন্ধ করাটা অন্যায় এবং অতিদ্রুত এ সমস্ত অমানবিক উচেছদ সরকার কতৃক স্থগিত করা। তা না হলে সংশ্লিষ্ট দূর্ভোগের শিকার দরিদ্র মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সহ নাটোরের বিমল কুমার কুন্ডের মতন আরো অসহায় মানুষের মৃত্যু ঘটলে আফসোস করে লাভ হবে না। বিশ্বব্যাংকের প্রভাবধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মনে ঐ সকল অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য দয়ামায়া জন্মাবে কি? আশা করব বর্তমান সরকার সরাসরি উচেছদে না গিয়ে স্থায়ীভাবে হকার ও বস্তিবাসীদের জন্য এমন যথাযথ ফলপ্রসূ উদ্যোগ নিবেন যেন পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের জন্য উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

সবাইকে ধন্যবাদ,

মোঃ মোস্তফা কামাল,
বিশেষ সম্পাদক ভিন্নমত বাংলাদেশ,
ঢাকা, ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং।